তারিখ 11 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... 2 ...

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়লেও মান কমেছে

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

■ জিলফুল মুরাদ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে গুণগত মান কমেছে বিস্ময়করভাবে। ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ২০ শিক্ষার্থী। ১০ বছর পর সে সংখ্যা দুই হাজার ৩৭৬ গুণ বেড়ে ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ৫৩০-এ। অথচ এ সময়ে পাসের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র তিন গুণ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফেল করেছে ৬৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৭৫ হাজার ৯৬৪ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ফেল করেছে ৫০ হাজার ৪৭৮ জন। সম্প্রতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের 'বাংলাদেশ শাসন-পরিস্থিতি ২০১৪-১৫' শীর্ষক এক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, "ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ গবেষণা পুরোপুরি ঠিক নয়। 'শিক্ষার মান কমছে', এ কথা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। দেশের শিক্ষার গুণগত মান কমেনি বরং বাড়ছে। তবে কাঙ্ক্ষিত মান এখনও অর্জন হয়নি। মানের দিক থেকে আমাদের আরও অনেক দূর এগোতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অনেক সাধারণ ছাত্রছাত্রী ভালো ফল করছে। সে দিকেও নজর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্দিষ্ট সংখ্যার আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করার জন্য বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ফেল করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের মানদণ্ড হতে পারে না।"

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শুধুই ফেল : গবেষণায় বলা হয়, জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ২০১০-১১ সেশনে পাস করেছে ৪৫ শতাংশ, ২০১১-১২ সেশনে পাস করেছে ৪৮ শতাংশ, ২০১২-১৩ সেশনে পাস করেছে ৪৯ শতাংশ আর ২০১৩-১৪ সেশনে পাস করেছে মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী।

এ চিত্র শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, ২০১৪-১৫ সেশনে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৬০ থেকে ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংখ্যা ৯৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ সেশনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। ২০১৪-১৫ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাসের চিত্র আরও ভয়াবহ। এ সেশনে 'খ' এবং 'ঘ' ইউনিটের অধীনে ভর্তি পরীক্ষায় 'ইফেকটিভ ইংলিশ' টেস্টে এক হাজার ৩৬৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী। আসন পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন স্কোরের শিক্ষার্থীকেও ভর্তি করেছে। বাধ্যতামূলক ২০ নম্বরের 'জেনারেল ইংলিশ' পরীক্ষায় ৪০ হাজার ৫৬৫ ছাত্রছাত্রীর

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মধ্যে ফেল করেছে ২২ হাজার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪-১৫ সেশনে ভর্তি পরীক্ষায় 'ক' ইউনিটে (বিজ্ঞান) পাস করে ২১ দশমিক ৫০ শতাংশ, 'খ' ইউনিটে (মানবিক) ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ, 'গ' ইউনিটে (বাণিজ্য) ২০ দশমিক ৬১ শতাংশ, 'ঘ' ইউনিটে (সমাজবিজ্ঞান) ১৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং 'চ' ইউনিটে (চারুকলা) পাস করেছে মাত্র ৩ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী।

জিপিএ ৫-এ সয়লাব : গবেষণায় বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ বেড়েছে আশ্চর্যজনকভাবে। এ দুই পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে। তবে উচ্চ মাধ্যমিকের চেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ফল ভালো। ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ ৫ পায় ৮ দশমিক ২০ শতাংশ, ২০০৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ০.[illegible] শতাংশ। আর ২০০৪ সালে মাধ্যমিকে ২ দশমিক ৩৬ শতাংশ থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এতে বলা হয়, ২০০৪ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে জিপিএ ১ থেকে ৫ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ভালো ফলে পিছিয়ে ছিল। তার পর থেকে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই তুলনামূলক ভালো ফল করছে। ২০১৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের পাসের হার বেশি। এ পরীক্ষায় ৭৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ ছাত্রী পাস করে, যেখানে ছাত্রদের পাসের হার ৭৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, শিক্ষার মান কমার বিষয়ে শিক্ষাবিদরা অনেক দিন ধরে কথা বলছেন। তাদের ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়। অনেক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষক নেই, কোথাও অবকাঠামো সমস্যা রয়েছে, কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরির অভাব রয়েছে। এসব সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। তবে, শিক্ষার গুণগত মান আপেক্ষিক। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মান যাচাই করা কঠিন।